শিক্ষার সামাজিক দায়িত্ব (এসএসডি) প্রকল্প

শিক্ষার সামাজিক দায়িত ফাউন্ডেশন ট্রাস্ট (এসএসডিএফ ট্রাস্ট)
প্রকল্প এলাকা: নাটোর সদর উপজেলা, নাটোর।
প্রতিবেদন: সেপ্টেম্বর-২০২২-ডিসেম্বর-২০২৩

ভূমিকা:

বর্তমানে মানুষ দেশের শিক্ষা ব্যবস্থা নিয়ে অত্যন্ত চিন্তিত। স্কুলের লেখাপড়ার মান, নতুন কারিকুলাম, শিক্ষার্থীদের লেখাপড়ায় বিমুখতা, কোচিং নির্ভরতা ইত্যাদি বিষয় নিয়ে সদা-সর্বদা অভিভাবক ও নানা পেশার মানুষদের মধ্যে আলোচনা-সমালোচনা চলছে। এতকিছুর মধ্য দিয়েও লেখাপড়া এগিয়ে চলেছে। আবার এর মধ্য থেকেই কিছু কিছু শিক্ষার্থী মেডিকেল, ইঞ্জিনিয়ারিং সমাপ্ত করে দেশ বিদেশেও পাড়ি জমাচ্ছে। তবে সবচেয়ে চিন্তার বিষয় হলো সকল শ্রেণির শিক্ষার্থীরা বর্তমান ব্যবস্থায় ভালো শিক্ষার সুযোগ পাচ্ছে না। বিশেষ করে দরিদ্র পরিবারের শিক্ষার্থীরা এবং গ্রামের শিক্ষার্থীরা।

শিক্ষা ব্যবস্থার হাজারো দোষ-ত্রুটি তুলে ধরা যেতে পারে, অনেক পৃষ্ঠা ব্যাপিয়া সমালোচনা করা যেতে পারে। কিন্ত আমাদের ভাবনা একটু অন্য রকম। আমরা খুঁজছি এতকিছু মন্দের মধ্যে এমন কী সুযোগ আছে যেগুলো ব্যবহার করে বর্তমান অবস্থায়ও শিক্ষার গুণগতমান উন্নয়ন করা সম্ভব। বিশেষ করে গ্রাম এবং শহরতলীর পিছিয়ে পড়া স্কুলের জন্য। এধরণের চিন্তা থেকেই এসএসডিএফ ট্রস্ট "শিক্ষার সামাজিক দায়িত্ব প্রকল্প" বাস্তবায়নের সিদ্ধান্ত নিয়েছে। ইতোমধ্যে প্রকল্পের বার্ষিক মূল্যায়ন করা হয়েছে যা প্রকল্পের সার্বিক অগ্রগতিসহ এই প্রতিবেদনে তুলে ধরা হবে।

বর্তমানে শিক্ষা নিয়ে মানুষ যতই হা-হুতাশ করুক না কেন। গ্রামীন বিদ্যালয়সমূহে অনেক সুযোগ সুবিধা বিদ্যমান, যেমন-প্রতিটি বিদ্যালয়ে প্রশস্ত খেলার মাঠ আছে, শহরের তুলনায় গ্রামের বিদ্যালয়ে শিক্ষার্থী হাজিরা বেশী, খোলামেলা পরিবেশ, শিক্ষার্থীরা সহজে একে অপরের সাথে মেলামেশা করতে পারে ইত্যাদি।

এই সমস্ত সুযোগ সুবিধাকে কাজে লাগিয়ে সমাজের সম্মিলিত প্রচেষ্টার মাধ্যমে গ্রামের সকল শিক্ষার্থীদের জন্য মানসম্পন্ন শিক্ষা অর্জনের দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে, "শিক্ষার সামাজিক দায়িত্ব" ধারণাটি উন্নয়ন করা হয়েছে, যা মানসম্পন্ন শিক্ষার জরুরি প্রয়োজন সম্পর্কে সমাজে গভীর সচেতনতা তৈরী করবে বলে আমাদের বিশ্বাস।

আমরা গ্রাম ও শহরতলী মিলিয়ে ৫টি বিদ্যালয়ের ৬ষ্ঠ শ্রেণি থেকে ১০ম শ্রেণি পর্যন্ত মোট ১৬৭১ জন শিক্ষার্থীর সাথে কাজ করেছি। এখানে গত বছরে শিক্ষার্থীদের দৈনিক হাজিরা ৫৩% থেকে ৭৩% পর্যন্ত উন্নীত করা সম্ভব হয়েছে। ৬ষ্ঠ শ্রেণি থেকে ৮ম শ্রেণি পর্যন্ত প্রায় ৮৩৬ জন শিক্ষার্থীর ইংরেজী বলার ভীতি দূর করা সম্ভব হয়েছে। তারা গড়ে কমপক্ষে ৫৩% শিক্ষার্থী ইংরেজীতে নিজের পরিচয়সহ মোট চারটি বিষয় ইংরেজীতে তুলে ধরতে পারছে, নিজ পরিবার, ক্লাসরুম এবং একে অপরের সাথে কথোপোকথন করতে পারছে। অনেক শিক্ষার্থী লক্ষ্যহীনভাবে লেখা-পড়া করছিল। এখন তারা জীবনের একটা লক্ষ্য নির্ধারণ করে, তা অর্জনের জন্য নির্দিষ্ট পরিকল্পনা অনুযায়ী রুটিন মাফিক পড়া-লেখা করছে। তাদের সবচেয়ে বড় উলব্ধি হলো, "লক্ষ্যে পৌঁছতে হলে কঠোর পরিশ্রম করতে হবে"। মূল্যায়নকালে আমাদের প্রশ্ন ছিল, "তোমাদের বিদ্যালয়ে আমাদের আসার প্রয়োজন আছে কী?" তারা উত্তর দিয়েছে,"অবশ্যই প্রয়োজন আছে। আপনারা না আসলে আমরা রাস্তাঘাটে যেভাবে আড্ডা দিয়ে বেড়াতাম সেভাবেই জীবনটা নষ্ঠ হয়ে যেত। এখন আর সন্ধ্যার পর বাড়ির বাইরে থাকি না, রুটিন অনুযায়ী লেখা-পড়া করছি। শুধু আমি না আমার সব বন্ধুরাও এখন ভালো হয়ে গেছে।" নবম, দশম শ্রেণির শিক্ষার্থীদের সাথে আমরা উদ্বুদ্ধকরণ, নীতি নৈতিকতা, জীবন ঘনিষ্ঠ কিছু বিষয় নিয়ে আলোচনা করে থাকি। ইতোমধ্যে তাদের মাঝেও পরিবর্তন লক্ষ্য করা যাচ্ছে।

শিক্ষকদের অনেকেই আমাদের কার্যক্রম ইতিবাচকভাবে নিয়েছেন আবার অনেকে বেশ দ্বিধা-দ্বন্দ্বের মাঝে সময় ক্ষেপন করছেন। তবে আমাদের দলভিত্তিক শিক্ষা পদ্ধতি সরকারের নতুন কারিকুলামে নির্দেশিত পদ্ধতির অনুরূপ হওয়ায়, তা অনেকটাই গ্রহণযোগ্যতা পেয়েছে। মোট কথা, পৃথিবীতে কোনো কিছুই বাধাহীনভাবে গ্রহণযোগ্যতা পায়না। লেগে থাকাটা গ্রহণযোগ্যতার একটা বড় নিয়ামক শক্তি হিসাবে কাজ করে। আমরা শুরু করেছি এবং লেগে আছি।

এসএসডি-এর কর্মসূচি/কার্যক্রমসমূহ:

এসএসডি-এর কার্যক্রমসমূহ একটি ধারাবাহিক প্রক্রিয়ার মধ্যমে বাস্তবায়িত হচ্ছে। যেহেতু বিদ্যালয়সমূহ সরকারের নিয়ন্ত্রাধীন বিধায় স্থানীয় প্রশাসন, শিক্ষা বিভাগ, স্কুল ম্যানেজমেন্ট কমিটি (এসএমসি) এবং সর্বোপরি স্কুলের শিক্ষকমণ্ডলী সকলের সাথে সমন্বয় করেই তা পবিচালনা করতে হয়। এছাড়াও স্কুলের বিভিন্ন পরীক্ষা, বিভিন্ন ছুটি, দিবস পালন ইত্যাদি নানা ধরণের কর্মসূচিকে সমন্বয় করেই আমাদের লক্ষ্যস্থলে পৌঁছাতে হয়। নিম্নে কার্যক্রমের একটি ধারাবাহিক তালিকা তুলে ধরা হলো:

১. বিদ্যালয় নির্বাচন
২. শিক্ষক ও ম্যানেজিং কমিটিকে এসএসডি কার্যক্রম সম্পর্কে ধারণা প্রদান
৩. মানসম্মত শিক্ষা বাস্তবায়নে প্রতিটি ক্লাসে প্রয়োজনীয় সংখ্যক দল তৈরী করা ও দল পরিচালনার জন্য নেতা নির্বাচন করা
৪. দলের নেতাদের দল পরিচালনার জন্য প্রশিক্ষণ প্রদান ও সহজে ইংরেজী শেখার প্রশিক্ষণ
৫. মানসম্মত শিক্ষা বাস্তবায়নে শিক্ষকদের দলভিত্তিক (বর্তমান পাঠ্যক্রম অনুযায়ী) ক্লাস পরিচালনার জন্য প্রশিক্ষণ প্রদান
৬. অভিভাবক সমাবেশ (নিজ নিজ সন্তানের প্রতি দায়িত্বশীল হওয়া ও অভিভাবকদের এসএসডি সম্পর্কে ধারণা প্রদান)
৭. উপজেলা/জেলা প্রশাসন ও শিক্ষা বিভাগের সাথে অবহিতকরণ সভা করা এবং এসএসডি সম্পর্কে ধারণা প্রদান
৮. স্থানীয় নেতা ও শিক্ষানুরাগীদের সাথে সভার মাধ্যমে এসএসডি সম্পর্কে ধারণা প্রদান ও কর্মসূচির সাথে সম্পৃক্ত করা
৯. শিক্ষার্থীদের বই পড়াসহ, সহশিক্ষা কার্যক্রমে (ডিবেট, খেলাধুলা, সাংস্কৃতিক কার্যক্রম) প্রচলন
১০. প্রশিক্ষণ সহায়তা করা এবং কার্যক্রম পরিচালনায় স্থানীয়ভাবে অর্থায়নের সুযোগ সৃষ্টিতে সহায়তা প্রদান
১১. কার্যক্রমের অর্জন ও অগ্রগতি বিষয়ে মত বিনিময় সভার আয়োজন ও এসএসডি কার্যক্রমের অগ্রগতি পর্যালোচনা।

গত এক বছরের অগ্রগতি:

১. **বিদ্যালয় নির্বাচন:** ইতোমধ্যে নাটোর এলাকায় ৫ টি মাধ্যমিক বিদ্যালয় যথাযথ প্রক্রিয়া অনুসরণ করে নির্বাচন করা হয়েছে। মোট শিক্ষার্থী সংখ্যা:

ক্রমিক	স্কুলের নাম	ইউনিয়নের নাম	মোট শিক্ষার্থী (৬ষ্ঠ থেকে ১০ম শ্রেণি পর্যন্ত)			
			ছেলে	মেয়ে	মোট	মন্তব্য
১	নাটোর সুগার মিলস উচ্চ বিদ্যালয়	নাটোর পৌরসভা	২২২	২৩০	**৪৫২**	
২	একডালা মডেল উচ্চ বিদ্যালয়	তেবাড়িয়া	৯৫	১১২	**২০৭**	
৩	পাইকেরদোল এস. সি. উচ্চ বিদ্যালয়	বড় বরিশপুর	১৫৫	১৬০	**৩১৫**	
৪	ধলাট আদর্শ উচ্চ বিদ্যালয়	বড় বরিশপুর	১৭৮	১৬৬	**৩৪৪**	
৫	চাঁদপুর (৩) উচ্চ বিদ্যালয়	তেবাড়িয়া	১৭২	১৮১	**৩৫৩**	
	মোট		**৮২২**	**৮৪৯**	**১৬৭১**	

বামে পাইকেরদোল এস.সি. উচ্চ বিদ্যালয়ে শিক্ষকদের সাথে এবং ডানে ধলাট আদর্শ উচ্চ বিদ্যালয়ে শিক্ষক ও ম্যনেজিং কমিটির সাথে মিটিং

২. শিক্ষক ও ম্যানেজিং কমিটিকে এসএসডি কার্যক্রম সম্পর্কে ধারণা প্রদান:

যে কোনো স্কুলের সাথে কাজ করতে গেলে ম্যানেজিং কমিটি এবং স্কুলের শিক্ষকদের সাথে আলোচনা করা অত্যন্ত জরুরী। অন্যথায় কার্যক্রম বাস্তবায়নে সকলের সহায়তা পাওয়া যায় না।

বামে চাঁদপুর উচ্চ বিদ্যালয়ে শিক্ষকদের সাথে এবং ডানে পাইকেরদোল উচ্চ বিদ্যালয়ে শিক্ষক ও ম্যনেজিং কমিটির সাথে মিটিং, নাটোর

৩. মানসম্মত শিক্ষা বাস্তবায়নে প্রতিটি ক্লাসে প্রয়োজনীয় সংখ্যক দল তৈরী করা ও দল পরিচালনার জন্য নেতা নির্বাচন করা: আমরা শুরুতেই প্রতিটি ক্লাসে প্রয়োজনীয় সংখ্যক দল তৈরী করেছি এবং নেতা নির্বাচন করা হয়েছে। নিম্নের ছবিতে নেতাদের দল পরিচালনা ও শিক্ষকদের ভূমিকা তুলে ধরা হলো:

বিভিন্ন বিদ্যালয়ে দল ভিত্তিক শিক্ষা কার্যক্রমের কিছু বাস্তব চিত্র এবং নেতা ও শিক্ষকদের ভূমিকা।

২. **দলের নেতাদের দল পরিচালনার জন্য প্রশিক্ষণ প্রদান ও সহজে ইংরেজী শেখার প্রশিক্ষণ:** নেতাদের দল পরিচালনা এবং সহজে ইংরেজী শেখার বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। নিম্নে ছবির মাধ্যমে তা তুলে ধরা হলো:

বামে ধলাট উচ্চ বিদ্যালয়ে নেতাদের দল পরিচালনা, উপরে করোটা উচ্চ বিদ্যালয়ে দল নেতাদের প্রশিক্ষণ ও বনবেলঘরিয় উচ্চ বিদ্যালয়ে ইংলিশ প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণকারীদের রোড-টু-লার্নিং বই প্রদর্শন।

৩. **মানসম্মত শিক্ষা বাস্তবায়নে শিক্ষকদের দলভিত্তিক (বর্তমান পাঠ্যক্রম অনুযায়ী) ক্লাস পরিচালনার জন্য প্রশিক্ষণ প্রদান:** আমরা দেখেছি নিয়মতান্ত্রিক প্রশিক্ষণের পাশাপাশি অন-দা-জব প্রশিক্ষণ না দিলে প্রশিক্ষণ কার্যকর হয় না। আমরা সব সময় তাই নিয়মতান্ত্রিক প্রশিক্ষণের পাশাপাশি অন-দা-জব প্রশিক্ষণ দিয়ে থাকি।

বামে পাইকেরদোল উচ্চ বিদ্যালয়ের একজন শিক্ষককে অন-দা-জব প্রশিক্ষণ দেয়া হচ্ছে এবং ডাইনে পারভীন পাবলিক উচ্চ বিদ্যালয়ের একজন শিক্ষক দলকে সহায়তা করছেন ।

৪. অভিভাবক সমাবেশ (নিজ নিজ সন্তানের প্রতি দায়িত্বশীল হওয়া ও অভিভাবকদের এসএসডি সম্পর্কে ধারণা প্রদান):

নিজ নিজ সন্তানের প্রতি দায়িত্বশীল হওয়া ও অভিভাবকদের এসএসডি সম্পর্কে ধারণা প্রদানের জন্য আমরা অভিভাবক সমাবেশের আয়োজন করেছিলাম। এর মাধ্যমে আমরা অভিভাবকদের আমাদের কার্যক্রমের সাথে সম্পৃক্ত করতে সক্ষম হয়েছি।

বামে অভিভাবক সভা, মাঝে মাদের সন্তানদের জন্য সময় দেয়ার অঙ্গীকার এবং ডানে শিক্ষার্থীরা হাত উচু করে মায়েদের সময় দেয়ার বিষয় স্বীকারের দৃশ্য।

৫. উপজেলা প্রশাসন ও শিক্ষা বিভাগের সাথে অবহিতকরণ সভা এবং এসএসডি সম্পর্কে ধারণা প্রদান: আমরা ভূমিকায় বলেছি যে, স্কুলের সাথে কাজ করতে হলে এর সাথে সংশ্লিষ্ট সকলের সমন্বয়ে কাজ করতে হয়। তা না হলে নানামুখী বাধার সম্মুখীন হতে হয়। বিশেষ করে প্রশাসনের সাথে সম্পর্ক বজায় রাখা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। আমরা নাটোর সদর উপজেলা প্রশাসন ও শিক্ষা বিভাগের সাথে অবহিতকরণ সভা করতে সক্ষম হয়েছি।

নাটোর সদর উপজেলা অফিসারের কার্যালয়ে ৫ টি স্কুলের প্রধান শিক্ষকদের সমন্বয়ে অবহিতকরণ সভায় বামে উপজেলা নির্বাহী অফিসার ও অন্যান্যরা এবং ডানে প্রধান শিক্ষকগণ কার্যক্রম সম্পর্কে নিজ নিজ মতামত তুলে ধরছেন।

প্রকল্প মূল্যায়ন:

আমরা গত ৮/১০/২০৩ থেকে ১৯/১০/২০২৩ পর্যন্ত এসএসডি প্রকল্পের ৫টি বিদ্যালয়কে মূল্যায়ন করা হয়েছে। আমরা গ্রাম ও শহরতলী মিলিয়ে ৫ টি বিদ্যালয়ের ৬ষ্ঠ শ্রেণি থেকে ৮ম শ্রেণি পর্যন্ত মোট ৫৩৩ জন শিক্ষার্থীর সাথে সরাসরি কথা বলে তথ্য সংগ্রহ করেছি। এখানে শিক্ষার্থীদের দৈনিক গড় হাজিরা ৫৩% থেকে ৭৩% পর্যন্ত উন্নীত করা সম্ভব হয়েছে। তারা ইংরেজীতে কমপক্ষে নিজের পরিচয়সহ, নিজ পরিবার, নিজ ক্লাসরুম এবং একে অপরের সাথে কথোপোকথন করতে পারছে। অনেক শিক্ষার্থী লক্ষহীনভাবে লেখা-পড়া করছিল। এখন তারা জীবনের একটা লক্ষ্য নির্ধারণ করে, তা অর্জনের জন্য নির্দিষ্ট পরিকল্পনা অনুযায়ী রুটিন মাফিক পড়া-লেখা করছে। তাদের সবচেয়ে বড় উলব্ধি হলো, "লক্ষ্যে পৌঁছতে হলে কঠোর পরিশ্রম করতে হবে"। মূল্যায়নকালে আমাদের প্রশ্ন ছিল, "তোমাদের বিদ্যালয়ে আমাদের আসার প্রয়োজন আছে কী?" তারা উত্তর দিয়েছে,"অবশ্যই প্রয়োজন আছে। আপনারা না আসলে আমরা রাস্তাঘাটে যেভাবে আড্ডা দিয়ে বেড়াতাম সেভাবেই জীবনটা নষ্ট হয়ে যেত। এখন আর সন্ধ্যার পর বাড়ির বাইরে থাকি না, রুটিন অনুযায়ী লেখা-পড়া করছি। শুধু আমি না আমার সব বন্ধুরাও এখন ভালো হয়ে গেছে।" নবম ও দশম শ্রেণির শিক্ষার্থীদের সাথে আমরা উদ্বুদ্ধকরণ, নীতি নৈতিকতা, জীবন ঘনিষ্ঠ কিছু বিষয় নিয়ে আলোচনা করে থাকি। ইতোমধ্যে তাদের মাঝেও পরিবর্তন লক্ষ্য করা যাচ্ছে। প্রধান শিক্ষকদের অধিকাংশের অনুরোধ আপনারা আমাদের পাশে থাকবেন।

মূল্যায়ন টিম: অশোক ভদ্র, হোসনেয়ারা খাতুন ও খন্দোকার আশরাফুল ইসলাম

শিক্ষকদের অনেকেই আমাদের কার্যক্রম ইতিবাচকভাবে নিয়েছেন আবার অনেকে বেশ দ্বিধা-দ্বন্দ্বের মাঝে সময় ক্ষেপন করছেন। তবে আমাদের দলভিত্তিক শিক্ষা পদ্ধতি সরকারের নতুন কারিকুলামে নির্দেশিত পদ্ধতির অনুরূপ হওয়ায়, তা অনেকটাই গ্রহণযোগ্যতা পেয়েছে। মোট কথা পৃথিবীতে কোনো কিছুই বাধাহীনভাবে গ্রহণযোগ্যতা পায়না। লেগে থাকাটা গ্রহণযোগ্যতার একটা বড় নিয়ামক শক্তি হিসাবে কাজ করে। আমরা শুরু করেছি এবং লেগে আছি।

একডালা মডেল উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক মূল্যায়ন শেষে ক্লাসের শ্রেষ্ঠ দুঁটি দলের নেতার হাতে পুরস্কার তুলে দিচ্ছেন।

মূল্যায়ন প্রক্রিয়া:

মূল্যায়নের শুরুর পূর্বে আমরা তথ্য সংগ্রহের জন্য তিন সদস্য বিশিষ্ট একটি টিম গঠন করেছিলাম। প্রকল্পের কার্যক্রমের উপর ভিত্তি করে একটি প্রশ্নপত্র তৈরী করা হয়েছিল। সকলকে উক্ত প্রশ্নপত্রের উপর পরিস্কার ধারণা দেয়া হয়েছিল এবং প্রতিটি শ্রেণিতে যে দলীয়ভাবে কাজ করা হয়, সে সম্পর্কে ধারণা দেয়া হয়েছিল। এসএসডি প্রকল্পের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য সম্পর্কে ধারণা দেয়া হয়েছিল। মূল্যায়নের জন্য আমরা শিক্ষার্থীদের প্রতি দল থেকে ৫০% (১০ জনের মধ্য থেকে) শিক্ষার্থীর সাক্ষাৎকার নেয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলাম এবং মূল্যায়ন টিম একসাথে একই বিদ্যালয়ে প্রতিটি ক্লাসে পর্যায়ক্রমে তথ্য সংগ্রহের সিদ্ধান্ত নিয়েছিলাম।

দলের নেতাদের নিজ নিজ দল থেকে ৫ জন সদস্য মনোনীত করার নির্দেশনা দেয়া হয়েছিল এবং অতপর এক এক জন মূল্যায়নকারী এক একটি দলে সাক্ষাৎকারের মাধ্যমে তথ্য সংগ্রহ করেছিলেন। তথ্যের মধ্যে ইংরেজী বিষয়ে নির্দিষ্ট প্রশ্ন এবং কিছু সার্বিক কাজের বিষয়ে খোলামেলা প্রশ্ন ছিল। নির্দিষ্ট বিষয় ভিত্তিক প্রতিটি প্রশ্নের সঠিক উত্তরের জন্য ৫ নম্বর নির্ধারিত ছিল। এই ক্ষেত্রে উত্তর দাতার উত্তরের মানের উপর ভিত্তি করে মূল্যায়নকারীর (১-৫) পর্যন্ত নম্বর দেয়ার সুযোগ ছিল।

সমস্ত তথ্য সংগ্রহের পর তথ্য বিশ্লেষণের মাধ্যমে দশটি বিদ্যালয়ের জন্য ভিন্ন ভিন্ন টেবিলের মাধ্যমে তথ্য চিত্র তৈরী করা হয়েছে। ৫ টি বিদ্যালয়ের বিষয় ভিত্তিক গড় একটি তথ্য চিত্র এপর্যায়ে তুলে ধরা হলো:

বিষয়	মাইসেল্ফ	ডাব্লিউ এইচ প্রশ্ন	আমার পরিবার	আমার স্কুল রুম	মোট/%
মোট উত্তর দাতা	১৩১	২০৫	১১১	৮৬	৫৩৩
মোট প্রাপ্ত নম্বর	৩৭১	৫২৫	৩০৭	২১৭	১৪২০
মোট বরাদ্দকৃত নম্বর	৬৫৫	১০২৫	৫৫৫	৪৩০	২৬৬৫
গড় শতকরা হার বা %	৫৭%	৫১%	৫৫%	৫০%	৫৩%

উল্লেখ্য ১২ জন উত্তর দাতা ১০০%, ১১৮ জন ৮০%, ১৯২ জন ৬০% নম্বর পেয়েছে। বাকিরা ৪০% থেকে ২০% নম্বর পেয়েছে। মূল্যায়নে অংশগ্রহণকারী শিক্ষার্থীর মধ্যে ৪০.৪১% ৬ষ্ঠ শ্রেণির, ৩৪.৭০% ৭ম শ্রেণির এবং ২৪.৮৯% ৮ম শ্রেণির শিক্ষার্থী।

খোলামেলা প্রশ্নের ক্ষেত্রে দলের সকলেই নিজের মন্তব্য তুলে ধরেছে। উক্ত বিষয়গুলির উত্তরের উপর ভিত্তি করে সকলের মতামতের সমন্বিত বিবরণের চিত্র পর্যায়ক্রমে তুলে ধরা হলো:

১. **এসএসডি প্রকল্পের কার্যক্রমের প্রয়োজনীয়তা:** এসএসডি প্রকল্প এখন শিক্ষক, শিক্ষার্থী এবং অভিভাবকদের মাঝে যেন স্বপ্নের ভেলায় পরিনত হয়েছে। এই ভেলায় চরে সবাই যেন একটা আস্থার দীপে পৌছার স্বপ্নে বিভোর। তাইতো মূল্যায়নকালীন সময়ে প্রধান শিক্ষকদের উৎকণ্ঠিত প্রশ্ন ছিল, "পরবর্তীতে আমাদের বিদ্যালয় থাকবে তো?" শিক্ষার্থীরা বড় আশা নিয়ে বারবার বলেছে, "আমরা আগামী বছর আরো ভালো করে শুরু করবো।" অভিভাবক সভায় মায়েরাও এসএসডি প্রকল্পের ভূয়সী প্রসংশা করেছেন। এসএসডি প্রকল্পের কার্যক্রমের প্রয়োজনীয়তা নিয়ে আমরা শিক্ষার্থীদের মতামত জানতে চেয়েছি। তাদের মতামত ছিলো:
   ক) ইংরেজীতে কথা বলা শিখছি এবং কথা বলতে আমাদের ভয় অনেকটাই দূর হয়েছে, ইংরেজী শেখার প্রতি আগ্রহ বাড়ছে;
   খ) বিভিন্ন বিষয়ে আমরা স্বচ্ছ ধারণা পাচ্ছি এবং মনোবল বৃদ্ধি পাচ্ছে;
   গ) দলীয় কাজের মাধ্যমে আমাদের শেখার গুরুত্ব বৃদ্ধি পেয়েছে এবং আমরা সবাই ভালো করার চেষ্টা করছি;
   ঘ) আপনারা নতুন নতুন উদ্যোগ নেওয়ায় আমাদের সাহস বৃদ্ধি পাচ্ছে;
   ঙ) আপনারা আমাদের সাথে থাকলে আমাদের অনেক উন্নতি হবে।
২. **আত্ম-সহায়ক শিক্ষা পদ্ধতি বা দলভিত্তিক শিক্ষা পদ্ধতি:** বর্তমান পাঠ্যক্রমে দলভিত্তিক শিক্ষা পদ্ধতি শিক্ষার্থীর যোগ্যতা পরিমাপের একটা গ্রহণযোগ্য পদ্ধতি হিসাবে পাঠ্যক্রমে ব্যবহারের নির্দেশনা দেয়া হয়েছে। আমরা শিখনের কার্যকারীতার জন্য গত সাত বছর যাবত এই পদ্ধতি অনুশীলন করে আসছি। দলভিত্তিক শিক্ষা পদ্ধতির গ্রহণযেগ্যতা শিক্ষকের চেয়ে শিক্ষার্থীর মাঝে ব্যাপক সমাদৃত হয়েছে। গত এক বছরে অনুশীলনের কিছু ইতিবাচক দিক শিক্ষার্থীদের ভাষায় এপর্যায়ে তুলে ধরা হলো:
   ক) কোনো সমস্যা হলে তা দলে আলোচনা করে সমাধান করা যায়;
   খ) দলের ভিতর ভালো সম্পর্ক গড়ে উঠে;
   গ) একসাথে কাজ করার মানসিকতা তৈরী হয়;
   ঘ) সমস্যা সমাধনে দলনেতা সকলকে সহায়তা করতে পারে,
   ঙ) আগের চেয়ে এখন পড়া-লেখা ভালো হচ্ছে এবং প্রতিভা বিকাশের সুযোগ তৈরী হয়েছে;
   চ) বাসায় পড়ার আগ্রহ বাড়ছে এবং আগের তুলনায় এখন ক্লাসে হাজিরা বেড়েছে;
   ছ) দলে মুখোমুখি বসার ফলে লেখা-পড়ায় ফাঁকি দেয়া যায়না এবং অন্যের কাছ থেকে শেখার আগ্রহ বাড়ছে;

শিক্ষার্থীরা দলে লেখাপড়া করছে

জ) সবাই দলনেতার কথা মেনে চলে এবং নিয়মিত পড়া করার চেষ্টা করে;
ঝ) এক দল অন্য দলের সাথে প্রতিযোতিা করছে ফলে দুর্বল শিক্ষার্থীরা সবল হয়ে উঠছে;
ঞ) ক্লাসের পড়া ক্লাসেই শেষ করা যায় এবং দলে নতুন নতুন বিষয় শেখা যায়।

শিক্ষার্থীরা দল ভিত্তিক শিক্ষার যে সমস্ত দুর্বল দিক তুলে ধরেছে, তা হলো:

- শিক্ষকরা শুধু নেতাদের পড়া ধরেন;
- দলের কিছু সদস্য পড়া না বুঝলেও চুপচাপ থাকে;
- দলের কিছু সদস্য শুধু নিজেদের মধ্যে কথা বলে।

৩. **ইংরেজীতে কথা বলা:** সহজে ইংরেজীতে কথোপোকথন বিষয়ে আমরা দলনেতাদের প্রশিক্ষণ দিয়েছি। এরপর সরাসরি ক্লাসে গিয়ে বিভিন্ন বিষয়ে দলনেতাদের মাধ্যমে দলের সকল সদস্যদের অনুশীলন করানো হয়েছে। এবছর পর্যায়ক্রমে মোট ৪ টি বিষয়ে অনুশীলন করানো হয়েছে। নিজ সম্পর্কে বলা (Myself) ২৪.৬৬%, প্রশ্নত্তোর (W-H question) ৩৭.৬৭%, নিজ পরিবার (My Family) 18.72% এবং আমার ক্লাসরুম (My Class room) ১৮.৯৫% শিক্ষার্থী নিজেদের পারদর্শিতা তুলে ধরেছে। এখন শিক্ষার্থীরা ইংরেজীতে কথা বলতে অনেকটাই স্বাচ্ছন্দ বোধ করছে। কিছু শিক্ষার্থী ইংরেজীকে তাদের সবচেয়ে প্রিয় বিষয় হিসাবে ধারণ করেছে এবং নিয়মিত চর্চা করছে।

দলে জড়ায় জোড়ায় ইংরেজী অনুশীলন , পারভীন পাবলিক উচ্চ বিদ্যালয়।

৪. **সময় ব্যবস্থাপনা (রুটিন ভিত্তিক শিক্ষা কার্যক্রম):** আজকাল অধিকাংশ অভিভাবক অভিযোগ করেন ছেলেমেয়েরা লেখাপড়া করে না। শুধু মোবাইল নিয়ে ব্যস্ত থাকে। এই অবস্থা থেকে মুক্তির জন্য আমরা শিক্ষার্থীদের বাড়িতে লেখাপড়ার জন্য ৫/৬ ঘন্টার একটি রুটিন তৈরী করতে উৎসাহিত করেছিলাম। নিয়মতান্ত্রিক লেখাপড়া ছাড়া যে লক্ষ্যে পৌছা সম্ভব নয় সে বিষয়টি তুলে ধরার চেষ্টা করেছি বিধায় তারা এখন অনেকেই রুটিন তৈরী করে তা অনুসরণ করছে। এক্ষেত্রে মেয়েরা ছেলেদের তুলনায় এগিয়ে। মূল্যায়নকালীন সময়ে রুটিন সম্পর্কে শিক্ষার্থীদের কিছু মতামত এপর্যায়ে তুলে ধরা হলো:

একডালা মডেল উচ্চ বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা রুটিন প্রদর্শন করছে

ক) আমরা সময়ের মূল্য দিতে শিখেছি এবং সময়ের সঠিক ব্যবহার করছি, খ) রুটিন অনুসরণ করলে সকল বিষয়ের পড়া সমাপ্ত করা যায় এবং বাড়িতে পড়া ভালো হয়, গ) রুটিন অনুযায়ী ৫/৬ ঘন্টা পড়ছি এবং সময়ে কাজ সময়ে শেষ করছি, ঘ) লেখা-পড়ার প্রতি আগ্রহ বেড়েছে এবং ক্লাসে পড়া পারছি, ঙ) রুটি অনুযায়ী পড়লে আমরা আমাদের স্বপ্ন পূরণ করতে পারবো বলে আশা করি ফলে এখন আমরা আর সন্ধার পর বাইরে আডডা দেই না।

৫. **অভিভাবক সভার কার্যকারিতা:** আমরা প্রতিটি বিদ্যালয়ে অভিভাবক সভা করেছি। অভিভাবক সভায় আমাদের প্রশ্ন ছিল,"আপনারা সন্তানদের স্কুলে পাঠিয়েছেন কেন? তাদের উত্তর ছিল, "মানুষ বানানোর জন্য"। আপনার সন্তান কি মানুষ হয়েছে? সকলে নিরব। তারপর একে একে মুখ খুলতে শুরু করে এবং উত্তর আসে ছেলে-মেয়েরা কথা শুনেনা। বিস্তারিত আলোচনার পর সিদ্ধান্ত হয় যে, মায়েরা বাড়িতে প্রতিদিন কমপক্ষে সন্ধায় সন্তানদের পাশে বসবেন এবং সন্তানদের সময়

দিবেন। আমরা পরবর্তীতে বিষয়টি শিক্ষার্থীদের মাধ্যমে ফলো-আপ করেছি এবং অভিভাবক সভার কার্যকারিতার প্রমান পেয়েছি। মূল্যায়নের সময় শিক্ষার্থীদের এবিষয়ে মতামত ছিল:

ক) এখন বাড়িতে পড়ার সময় মা সন্ধ্যার পর প্রায়ই পাশে বসে থাকেন এবং লেখাপড়ার খোঁজ রাখেন। ফলে আর ফাঁকি দেয়া যায় না;
খ) কিছু কিছু মা (শিক্ষিত) পড়ার শেষে পড়া ধরেন, প্রশ্ন করেন এবং ক্লাস খাতা চেক করেন;
গ) মা এখন আর বকাঝকা না করে বিভিন্ন উপদেশ দেন ও সহায়তা করেন।

৬. **উদ্বুদ্ধকরণ আলোচনার কার্যকারিতা:** শিক্ষার্থীদের শিক্ষার প্রতি অগ্রহী করে তুলতে উদ্বুদ্ধকরণ একটি অত্যন্ত কার্যকর কৌশল। আমরা ক্লাস পরিচালনার সময় শিক্ষার্থীদের অবস্থার উপর ভিত্তি করে নানা উদ্বুদ্ধকরণ কৌশল প্রয়োগ করে থাকি। যা শিক্ষার্থীদের মানসিক পরিবর্তনে বিশেষ ভূমিকা পালন করে। পাশাপাশি শিক্ষকদেরও এবিষয়ে অগ্রহী করে তোলার চেষ্ঠা করা হয়ে থাকে। মূল্যায়নকালীন সময়ে আমরা এবিষয়ে যে ফিডব্যাক পেয়েছি, তা হলো:

পারভীন পাবলিক উচ্চ বিদ্যালয়ের শিক্ষক শিক্ষার্থীরাদের জোড়ায় জোড়ায় শিক্ষা বিষয়ে উদ্বুদ্ধ করছেন।

ক) আমাদের লেখা-পড়ার প্রতি আগ্রহ বাড়ছে এবং আমরা মনোযোগী হচ্ছি;
খ) ভালো মানুষ হওয়ার শিক্ষা পাচ্ছি এবং নিজকে আত্মনির্ভরশীল করে গড়ে তোলার স্বপ্ন দেখছি;
গ) আমরা সময় মেনে পড়াশুনা করছি এবং ভবিষ্যতে ভালো কিছু করার সাহস বৃদ্ধি পাচ্ছে,
ঘ) জীবনে ভালো কিছু পেতে হলে যে কঠোর পরিশ্রমের প্রয়েজন তা অনুভব করছি এবং চেষ্টা করছি;
ঙ) আমরা আমাদের মেধার বিকাশ ঘটাতে আগ্রহী হচ্ছি এবং আগের তুলনায় লেখা-পড়ার উন্নতি হচ্ছে।

প্রকল্প ভিজিট:

ভলেন্টিয়ার এসোসিয়েশন ফর বাংলাদেশ (ভাব-বাংলাদেশ)-এর কান্ট্রি ডিরেক্টর এবং এসএসডিএফ-এর ট্রাস্ট্রি বোর্ডের সম্মানীত সদস্য জনাব মাসুদ মোহাম্মদ জাহিদ হাসান নাটোরের দুইটি বিদ্যালয় ভিজিট করেন। তিনি শিক্ষার্থীদের সাথে কথা বলেন এবং প্রধান শিক্ষকসহ অন্যান্য শিক্ষকদের সাথেও কথা বলেন। তিনি কার্যক্রমের প্রশংসা করেন এবং এই কার্যক্রমে তাঁর সংস্থার সম্পৃক্ততার বিষয়ে অগ্রহ প্রকাশ করেন। তাঁর এই ভিজিট আমাদেরকে সমৃদ্ধ করেছে। আমাদের শিক্ষার্থী এবং শিক্ষকদের উৎসাহিত করেছে। ভবিষ্যতে এই ধরণের ভিজিট আমরা কামনা করি। তাঁকে আমাদের পক্ষ থেকে অসংখ্য ধন্যবাদ।

বাম পাশ্বের ছবিতে জনাব মাসুদ মোহাম্মদ জাহিদ হাসান বিদ্যালয়ের অফিস কক্ষে সংরক্ষিত ত্রৈবার্ষিক পরিকল্পনা দেখছেন এবং ডানে শিক্ষার্থীদের সাথে কথা বলছেন। এসময় প্রধান শিক্ষক ও শ্রেণি শিক্ষক উপস্থিত ছিলেন। বনবেলঘরিয়া শহীদ রেজা-উন-নবী উচ্চ বিদ্যালয়,

দ্বিতীয় বছরের (২০২৪ খ্রী:) কার্যক্রম নিম্নে তুলে ধরা হলো:

১. গত বছরের কার্যক্রমের ফলো-আপ চলবে;
২. স্থানীয় নেতা ও শিক্ষানুরাগীদের সাথে সভার মাধ্যমে এসএসডি সম্পর্কে ধারণা প্রদান ও কর্মসূচির সাথে সম্পৃক্ত করা
৩. শিক্ষার্থীদের বই পড়াসহ, সহশিক্ষা কার্যক্রমে (ডিবেট, খেলাধুলা, সাংস্কৃতিক কার্যক্রম) প্রশিক্ষণ সহায়তা করা
৪. কার্যক্রম পরিচালনায় স্থানীয়ভাবে অর্থায়নের সুযোগ সৃষ্টিতে সহায়তা প্রদান।
৫. কার্যক্রমের অর্জন ও অগ্রগতি বিষয়ে মত বিনিময় সভার আয়োজন ও এসএসডি ক্র্যক্রমের অগ্রগতি পর্যালোচনা।
৬. এসএসডি-এর স্থায়িত্বশীলতার জন্য প্রতিটি স্কুলে ইভেন্ট ভিত্তিক ক্লাব ও কমিটি তৈরী।

উপসংহার:

শিক্ষার সামাজিক দায়িত্ব প্রকল্পটি মূলত: দেশের বর্তমান শিক্ষা ক্ষেত্রে বিদ্যমান সমস্যা সমাধানের একটি প্রতিশ্রুতিশীল উদ্যোগ। প্রকল্পটি যথাযথ বাস্তবায়নের ফলে গ্রাম অঞ্চলের শিক্ষার্থীদের শিক্ষার গুণগতমান বৃদ্ধিতে সহায়ক ভূমিকা পালন করবে। ইতোমধ্যে বিভিন্ন বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের মধ্যে এই প্রকল্পের কার্যক্রম ইতিবাচক প্রভাব ফেলতে সক্ষম হয়েছে। আমাদের লক্ষ্য অভিভাবক, শিক্ষক, সমাজের সকল শ্রেণির মানুষকে এই প্রক্রিয়ার সাথে সম্পৃক্ত করা এবং প্রতিটি শিশুর জন্য টেকসই মানসম্মত শিক্ষা নিশ্চিত করা।

গত বছর ছিল নানা প্রতিবন্ধকতাময় বছর। নতুন পাঠ্যক্রম, শিক্ষকদের প্রশিক্ষণ, দেরীতে পাঠ্যবই সরবরাহ, বিভিন্ন ছুটি ইত্যাদি। তথাপি আমরা প্রতিটি বিদ্যালয়ে একটা গ্রহণযোগ্য পর্যায়ে যেতে সক্ষম হয়েছি। গতবছরের এই সম্পর্ক উন্নয়ন আগামী বছরের কার্যক্রমে আরো অধিক গতিশীলতা আনবে বলে আমাদের বিশ্বাস।

প্রতিবেদক:
খন্দোকার আশরাফুল ইসলাম
নাটোর, বাংলাদেশ
তারিখ: ১৬/১১/২০২৩

ফটো এলবামঃ

মূল্যায়নের বিভিন্ন দৃশ্যঃ মাজে মূল্যায়ন টিম, বিজয়ী দলকে পুরস্কার প্রদান, পুরস্কার প্রাপ্ত দলের উল্লাস।